সংবাদ
তারিখ ... 04 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আলটিমেটাম

আট হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে এমপিওভুক্ত করুন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের প্রায় ৮ হাজার নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলনে যাচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক ও কর্মচারী। আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা না হলে অনশনসহ বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ এশারত আলী। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. কামাল হোসেনসহ সংগঠনের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা আহমেদ, অধ্যক্ষ মাহমুদুন্নবী ডলার, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক গোবিন্দ ঘোষ, অধ্যক্ষ শাহ আলমসহ সংগঠনের নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের প্রায় ৮ হাজার নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০ লাখ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত এবং পাবলিক পরীক্ষায় তাদের ফলাফলও সন্তোষজনক। নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শতভাগ পাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। তারপরও এসব শিক্ষা

আট : পৃঃ ২ কঃ ৬

আট : হাজার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা কোন সরকারি বেতন-ভাতা পান না। ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং জীবন নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শিক্ষক ও কর্মচারী মানবেতর ও অনিশ্চিত জীবনযাপন করছেন। অনেক শিক্ষক অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপন করে বেঁচে থাকার জন্য দিন মজুরের কাজও করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরকারি বেতন-ভাতা না দিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। তারা বলেন, লক্ষাধিক শিক্ষিত পরিবারের লোকদের অভুক্ত, অনাহারে ও অর্ধাহারে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা না হলে ২৩ এপ্রিল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা ও সেনা প্রধানের বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ও কালোব্যাজ ধারণ করে ক্লাসে পাঠদান চলবে, জেলায় জেলায় চলবে মানববন্ধন। ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত ক্লাস বর্জন এবং আগামী ১০ মে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন কর্মসূচি পালন করবেন নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা।